মিরিক কে মাটিগাড়া, [redacted]

অলক সরকার
শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল

ভোট যত এগিয়ে আসছে, বিজেপির বিরুদ্ধে দার্জিলিং জেলার পাহাড় ও সমতলের মানুষের বিরোধিতা তত চড়ছে। মানুষ ক্রমশ প্রকাশ্যে এসে প্রতিবাদ করতে শুরু করছেন। এদিন অনীত থাপার ডাকে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) প্রার্থী অমর লামার সমর্থনে মিরিক পাহাড়ে ছাত্রর হাজার মানুষ জমায়েত হন। সেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঝরে মিল হল। পাহাড়ের মানুষকে বছরের পর বছর ধরে ঘেভাবে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষমেষ কিছুই করেনি, সেসব তুলে ধরে বিজেপিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করার ডাক দেন অনীত থাপা।

উল্লেখ্য, গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্ন দেখিয়ে বিজেপি ১৫ বছর পাহাড়কে ঠকিয়েছে বলে বিজিপিএম নেতাদের অভিযোগ। এখন উল্টে আঞ্চলিক দলগুলিকে কার্যত বাগানদারা করে নিজেদের মতো খেলা করার পথে নেমেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন। এদিন তাই মিরিকে সমস্ত মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হন।

অন্যদিকে মাটিগাড়া–নকশালবাড়ি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শঙ্কর মালাকারের সমর্থনে বিশাল মিছিল বের হয় গোসাইপুর ও শালবাড়ি–সুকনা সড়কে। গোসাইপুরে অটো, টোটো ও বাইক নিয়ে অঞ্চলর মিছিল বের হয় এবং সুকনায় বড়সড় পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় মিছিলেই ছিল ব্যাপক ভিড়। সর্বত্রই বিজেপির বিরুদ্ধে ছিল ক্ষোভ ও নিন্দা।

শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা বিশাল মিছিল বের করে বাঘাযতীন পার্ক থেকে। শিক্ষকদের সুশোকাশ রায় বলেন, 'শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে গৌতম দেবের মতো কাজের মানুষকে জেতাতেই হবে। নইলে বিজেপির বিভাজিত পা দিলে উত্তরবঙ্গের সর্বনাশ করে ছেড়ে দেবে। আমরা তাই গৌতম দেবকে জেতাতেই তার হয়ে রাজপথে নেমেছি।' অন্যদিকে ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী রিনা টিয়ো একা নিজেই ঝুড়ি চাপিয়ে র‍্যালির নেতৃত্ব দেন। সেখানেও বিশাল বাইক র‍্যালি হয়। এদ মানুষের আনাগোনা বিজেপির জন্য অশনি সঙ্কেত বলেই মনে করছে তৃণমূল থেকে সাধারণ মানুষ।

মিরিকে বিজেপিএম প্রার্থী অমর লামার সমর্থনে জমায়েত। ছবি: আজকাল

মাটিগাড়া–নকশালবাড়ি কেন্দ্রে শঙ্কর মালাকারের সমর্থনে বাইক–মিছিল। ছবি: প্রতিবেদক

রাজনীতির রসায়ন, উন্নয়নের টানাপোড়েন

অভিজিৎ চৌধুরী

বাংলার ঐতিহাসিক 'গৌড়' আর 'পাণ্ডুয়া'র পুণ্যভূমি মালদা জেলা কেবল আমের সুবাসেই নয়, বরং রাজনীতির উত্তপ্ত সমীকরণেও রাজ্য রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। ভৌগোলিক ভাষা গঙ্গা, মহানন্দা ও কালিন্দী নদী বেষ্টিত এই জেলা উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে যেমন গুরুত্ব পায়, তেমনই এর প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস জেলাটিকে একটি স্বতন্ত্র অভিজাত্য দান করেছে। কিন্তু বর্তমানের নির্বাচনী প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেই ঐতিহ্যের পাশাপাশি আধুনিক রাজনীতির এক নতুন মেরুকরণ এখানে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে।

মালদা জেলার রাজনৈতিক ও সামাজিক চালচিত্র বর্তমানে এক অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং বিবর্তনশীল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। ভৌগোলিক কিচার গঙ্গা, মূলত্বার এবং মহানন্দা বিধৌত এই জেলা যেমন উর্বর পলিমাটির আশীর্বাদ পেয়েছে, ঠিক তেমনই পুরাতন করাল প্রাণে প্রতি বছর বিধার পর বিধা জমি হারিয়ে এক অস্থির পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। জেলার দক্ষিণ প্রান্তের বৈষ্ণবনগর বা কালিয়াচকের মানুষের কাছে রাজনীতির চেয়েও বড় সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁদের ভিটেমাটি রক্ষার লড়াই। এই ভাঙন–সমস্যা মালদার জনমানসে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে, যা প্রতিটি নির্বাচনেই শাসক ও বিরোধী, উভয় শিবিরের জন্যই এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষাপটে মালদার অর্থনৈতিক মূলত কৃষি ও রেশম শিল্পের ওপর নির্ভরশীল হলেও, তার গভীরে লুকিয়ে আছে পরিযায়ী শ্রমিকদের এক করুণ দীর্ঘধ্বনি। জেলার এক বিশাল অংশের কর্মক্ষম যুবসমাজ পেটের টানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেয়। এই শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থানের অভাব জেলার প্রতিটি ব্লকে এক প্রধান নির্বাচনী ইস্যু হিসেবে বার বার উঠে আসে। আম ও রেশম চাষিরা বিশ্ববাজারে নিজেদের পণ্য পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখলেও, হিমঘর ও আধুনিক প্রক্রিয়াকরণ পরিকাঠামোর অভাব তাঁদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে আজও শক্ত হতে দেয়নি। ফলে, উন্নয়নের গালভরা বুলি এখানে প্রায়শই প্রাকৃতিক মানুষের জীবনসংগ্রামের কাছে ফিকে হয়ে যায়।

রাজনৈতিক সমীকরণের দিকে তাকালে দেখা যায়, একদা গনি খান চৌধুরির অঞ্চেয় দুর্গ হিসেবে পরিচিত এই জেলায় কংগ্রেসের সেই একচ্ছত্র আধিপত্য এখন ইতিহাস। বর্তমানে মালদার রাজনীতি এক ত্রিমুখী লড়াইয়ের আবর্তে ঘূরপাক খাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সবকারি ধাঁচের মালদার রাজনৈতিক মহানাদে তৃণমূল এখন কেবল প্রধান শক্তি নয়, বরং ভোটের দৌড়ের

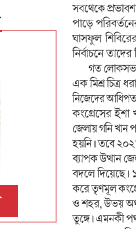

ভাণ্ডার' থেকে শুরু করে 'কন্যাশ্রী' বা 'রূপকবন্ধু'র মতো প্রকল্প জেলার নারীসমাজ ও কৃষক পরিবারের মধ্যে এক নিশ্চিন্ত ভরসার জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, যার প্রতিফলন ভোটের বাক্সে তৃণমূলের অনুকূলে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

মালদার রাজনীতিতে প্রান্তিক মানুষের ভোট বন্টনকেই নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। বর্তমান শাসক দল লক্ষ্যে ছানীয় স্তরে, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং পঞ্চায়েত স্তরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে, তাতে নির্বাচনী রণকৌশলে তারা বিরোধীদের তুলনায় কয়েক কদম এগিয়ে। গত কয়েক বছরে জেলার রাস্তাঘাট, পানীয় জল এবং গ্রামীণ পরিকাঠামোর দৃশ্যমান পরিবর্তন সাধারণ ভোটারদের মনে এই ধারণাকে বদ্ধমূল করেছে যে, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে শাসক দলের বিকল্প নেই। বিশেষ করে দক্ষিন মালদার সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক এবং উত্তর মালদার রাজবংশী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ এখন তৃণমূলের উন্নয়নমূখী রাজনীতির প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠেছে, যা কংগ্রেস বা বিজেপির মতো বিরোধী শক্তির ভোট–গণিতে বড়সড় ফাটল ধরাতে পারে।

রাজনৈতিক সমীকরণে বিরোধীদের ছন্নছাড়া অবস্থা তৃণমূলের জয়ের পথকে আরও মসৃণ করে তুলেছে। একদিকে কংগ্রেসের সেই পুরনো আবেগ যেমন স্তিমিত হয়ে আসছে, অন্যদিকে বিজেপির মেরুকরণের রাজনীতি মালদার মিশ্র সংস্কৃতির জনবিন্যাসে সব জায়গায় কার্যকর হচ্ছে না। এই শূন্যস্থানটিকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করে তৃণমূল নিজেদের 'ঘরের দল' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। নেতৃত্বের সংহতি এবং বুথ স্তরে শক্তিশালী কর্মী বাহিনী থাকায় মালদার রাজনৈতিক মহানাদে তৃণমূল এখন কেবল প্রধান শক্তি নয়, বরং ভয়ের দৌড়েও সবথেকে প্রভাবশালী অবস্থানে রয়েছে। গঙ্গা–কালিন্দীর পাড়ে পরিবর্তনের যে হাওয়া বইছে, তা স্পষ্ট ভাবেই ঘাসফুল শিবিরের পালাকে হাওয়া দিচ্ছে, যা আগামী নির্বাচনে তাদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

গত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকালে এক নিশ্চিত চিত্র ধরা পড়ে। মালদা উত্তর কেন্দ্রে বিজেপি নিজেদের অবিশ্বাস্য বজায় রাখলেও, মালদা দক্ষিণ আসনে কংগ্রেসের ইশা খান চৌধুরির জয় প্রমাণ করেছে যে, জেলায় গনি খান পরিবারের আগের আঞ্জর পুরোপুরি ম্লান হয়নি। তবে ২০২১–এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ব্যাপক উত্থান চোখালাভের চিরাচরিত রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে দিয়েছে। ১২টি আসনের মধ্যে ৮টিতে জয়লাভ করে তৃণমূল দলের ভূমিকা বুঝিয়ে দিয়েছে যে, জেলার গ্রামীণ ও শহর, উভয় অঞ্চলেই তাদের সাংগঠনিক শক্তি এখন তুঙ্গে। এমনকী পঞ্চায়েত নির্বাচনেও শাসক দল যেভাবে একক প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তাতে বিরোধীদের পক্ষে যেন জমি ফিরে পাওয়া এক চ্যালেঞ্জই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কথা হচ্ছিল জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সির সঙ্গে। এবারও তিনি মালদীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী। এই কেন্দ্রে চতুর্মুখী লড়াইয়ে রয়েছেন সৌম্য বেনজির নূর। জেলার যে ক'টি বিধানসভা রয়েছে, তার মধ্যে এই মালদীপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি নজরকাড়া। আবদুর রহিম বক্সির কথায়, 'তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে জেলায় এত উন্নয়ন হয়েছে, বাম আমলে তা হয়নি। ১১ লক্ষের বেশি মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন। এই কয়েক বছরে ৭০ হাজার বিলোমিটারের ওপর রাস্তা তৈরি হয়েছে। ভূতনি ছীপের মতো দুর্গম জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী সেতু তৈরি করে দিয়েছেন। প্রায় ১ লক্ষ জনসংখ্যার ছীপটিতে দেড়শো কোটি টাকার ওপর খরচ হয়েছে। ভূতনিতে নতুন থানা তৈরি হয়েছে। মালদা সিক্স পার্ক তৈরি হয়েছে। আম বিদেশে রপ্তানি করার জন্য পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে এই ক'বছরে। ফলে এবারও আমরা আশাবাদী।'

বর্তমান সমীক্ষা অনুযায়ী, মালদায় তৃণমূল কংগ্রেসের ভিত এখন অত্যন্ত মজবুত। যদিও বিজেপি এবং কংগ্রেস নিজেদের মতো করে ঘর গোছানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা, পুরসভা নির্বাচনের ফলাফল তৃণমূলের অনুকূলে থাকায় জয়ের পাল্লা ঘাসফুল শিবিরের দিকেই ভারী। উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড এবং বিরোধী শিবিরে যোগ্য বিকল্পের অভাব এই জেলায় তৃণমূলের অগ্রযাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। ফলে আমের শহর মালদা এখন যেমন তার ইতিহাসের জন্য গর্বিত, তেমনই তৃণমূলের সাংগঠনিক কাপাটে রাজনৈতিক অবনের তৃণমূল এখন যেভাবে প্রভাবশালী অবস্থানে রয়েছে, তাতে বিরোধীদের পক্ষে যেন জমি ফিরে পাওয়া এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শেষ ৩ দিনে তৃণমূল ৫০০ জনসভা করবে

অন্নান্নজ্যোতি ঘোষ
আলিপুরদুয়ার, ১৮ এপ্রিল

বিজেপির অঁবেধ কার্যকলাপ নিয়ে এবার সরাসরি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাল তৃণমূল। ফলাকাটায় তৃণমূল প্রার্থী সুভাষচন্দ্র রায় ও আলিপুরদুয়ার জেলার সভাপতি প্রকাশচিক বরাইক পৃথক ভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগ মূলত তিন হাজার টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ফর্ম ফিলআপ–সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। প্রকাশচিক বরাইক বলেন, 'বিজেপি সরাসরি নির্বাচনে জেতার আর কোনও রাস্তা নেই। তাই ওরা নোংরামি করছে। মানুষ মেনে নেবে না।'

আলিপুরদুয়ার

এদিকে শনি, রবি, সোম। ঠিক তিনদিন আর প্রচারের হাতে সময়ে গণে বিজেপি। এদিন ও তৃণমূল প্রার্থী রাজীব তির্কি। কাশচিনি ব্লকে বিভিন্ন চা–বাগানে প্রচারে ছিলেন প্রার্থী বীরেন্দ্র রবা ওরাওঁ। মাদারিহাট এলাকায় রাজ্জলিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রার্থী জয়প্রকাশ টোম্বোকে নিয়ে বিশালবহর মোটর সাইকেল র‍্যালি করেন রাজনভাষার সাংসদ তথা জেলা সভাপতি প্রকাশচিক বরাইক। ফলাকাটায় পুরসভা ও বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় প্রচার সিংহেলাগ বাড়িতে তিনবার এমনকী অনেক বাড়িতে পাঁচবারও গেছেন কর্মীরা। তবে প্রচারে ঝাঁজ রাখতে জনসভাগুলো ভোটের একেবারে শেষ পর্যায়ে বেশ কার্যকরী হয়। ভোটের দিন পর্যন্ত যার রেশ থেকে যায়। আলিপুরদুয়ার, ফলাকাটা দুই পুরসভা, ৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে আগামী তিনদিনে ৫০০–এর বেশি ঘিটিং করার লক্ষ্য নিয়েছে তৃণমূল। প্রকাশচিক বরাইক বলেন, 'সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ধাপে ধাপে নির্দিষ্ট পয়েন্টে মিটিংগুলো হবে।

এদিন আবহাওয়া খারাপ থাকলেও কুমারগ্রামে ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার করেন তৃণমূল প্রার্থী রাজীব তির্কি। কাশচিনি ব্লকে বিভিন্ন চা–বাগানে প্রচারে ছিলেন প্রার্থী বীরেন্দ্র রবা ওরাওঁ। মাদারিহাট এলাকায় রাজ্জলিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রার্থী জয়প্রকাশ টোম্বোকে নিয়ে বিশালবহর মোটর সাইকেল র‍্যালি করেন রাজনভাষার সাংসদ তথা জেলা সভাপতি প্রকাশচিক বরাইক। ফলাকাটায় পুরসভা ও বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় প্রচার সিংহেলাগ বাড়িতে পাঁচবারও গেছেন কর্মীরা। তবে প্রচারে ঝাঁজ রাখতে জনসভাগুলো ভোটের একেবারে শেষ পর্যায়ে বেশ কার্যকরী হয়। ভোটের দিন পর্যন্ত যার রেশ থেকে যায়। আলিপুরদুয়ার, ফলাকাটা দুই পুরসভা, ৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে আগামী তিনদিনে ৫০০–এর বেশি ঘিটিং করার লক্ষ্য নিয়েছে তৃণমূল। প্রকাশচিক বরাইক বলেন, 'সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ধাপে ধাপে নির্দিষ্ট পয়েন্টে মিটিংগুলো হবে।

ফর্ম নং ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের পার্ট ১–এর অধীনে নিবন্ধনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি
প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) নিয়মাবলি, ২০১৪-এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]
১. এতদ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪-এর উপধারা (২) অনুসারে, এই বিজ্ঞপ্তির ১৫ দিন পর কিন্তু পরবর্তীতে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে, যেক্ষেত্রে অফ কোম্পানিজ – কলকাতা ১, কপার্নিকাস ভবন, ৫ম তল, ব্লক এন, সেক্টর III,কপ'১৬, এএ-এএ III এক্স রাজারহাট, নিউ টাউন, আকবরকেশরী, কলকাতা ৭০০১৩৫-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে কোম্পানিটা হাইরাইজ এনএলপি, একটি এলএলপি-তে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর XXI তম অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে পেয়ার ধারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা যায়।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:
ক. বিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় নিযুক্ত হওয়া এবং বিশেষ করে জমি এবং/অথবা বিল্ডিং-এর, বিক্রয়, ইজারা এবং লেনদেনের ব্যবসা এবং মালিকানার সাথে, কেনা, বেচা, উন্নয়ন, ভাড়া দেওয়া, ভাড়া নেওয়া, সাব-লেটিং, রক্ষণাবেক্ষণ, বন্ধকরণ, বন্ধক হস্তান্তর, পরিচালনা, বিনিময়, বন্ধক রাখা, বন্ধক গ্রহণ, ভাড়া দেওয়া, ইজারা দেওয়া, সাব-লিজ দেওয়া, সমর্পণ করা, সমর্পণ গ্রহণ করা, ইজারা ভাড়াটে বা সাব-ভাড়াটে বা সাব-ভাড়াটে এবং অন্যান্য আয় ইত্যাদি গ্রহণ করা।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির ঘনস্যা স্মারক এবং নিবন্ধ সদস্যের একটি অনুলিপি ১১ ক্রাইভ রো, রুম নং: ২৫, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১-৪ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যে কোনও ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), ষ্ট্রি নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাঁদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং এই একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে হবে।
তারিখ: ১৮ এপ্রিল, ২০২৬
কোম্পানো হাইরাইজ এলএলপি-র পক্ষে
স্বা/- দিনীষা ভূতরিয়া
ডেজিগনেটেড পার্টনার
ডিপিআইএন: ০২৬৬২৭৮৭

ফর্ম নং ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের পার্ট ১–এর অধীনে নিবন্ধনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি
প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) নিয়মাবলি, ২০১৪-এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]
১. এতদ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪-এর উপধারা (২) অনুসারে, এই বিজ্ঞপ্তির ১৫ দিন পর কিন্তু পরবর্তীতে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে, যেক্ষেত্রে অফ কোম্পানিজ – কলকাতা ১, কপার্নিকাস ভবন, ৫ম তল, ব্লক এন, সেক্টর III,কপ'১৬, এএ-এএ III এক্স রাজারহাট, নিউ টাউন, আকবরকেশরী, কলকাতা ৭০০১৩৫-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে আরটেক্স বাণিজ্য এলএলপি, একটি এলএলপি-কে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর XXI তম অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে পেয়ার ধারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা যায়।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:
ক. ব্যাংকে বা অন্য কোথাও পাইকারি ও খুচরো ভিত্তিতে সমস্ত ধরনের পণ্য কেনা, কেছে, পুনরায় বিক্রি করা, আমদানি, রপ্তানির, পরিবহণ, মজুত করা, বিতাশ, প্রচার, বিপণন বা সরবরাহ করা, ব্যবসা করা, যে কোনও উপায়ে লেনদেনের ব্যবসায় নিযুক্ত হওয়া।
খ. বিক্রির পণ্য, পরিষেবা এবং সামগ্রীর প্রদর্শক হিসাবে ব্যবসা চালানো এবং কোম্পানি দ্বারা উৎপাদিত/লেনদেন করা/প্রস্তুত পণ্য, পরিষেবা এবং সামগ্রীর বিক্রয় প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর হয়ে করা।
গ. খুচরো এবং পাইকারি ভিত্তিতে সমস্ত ছোড়, স্পেশ্যালিস্টদের, বিক্রয়, আয়িকোশন, পচ্যতি, ফ্যাশন-এর পণ্য, সামগ্রী এবং পরিষেবা, যার মধ্যে উপভোক্তা, স্পেয়ার বা অন্যান্যদিকগুলি অন্তর্ভুক্ত, সেকেন্ডস প্রোডাক্ট, বাতরুটী, এক্সেস, সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট, শিপার, কমিশন এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, প্রতিনিধি, ফ্রাঞ্চাইজার, পরামর্শদাতা, সহযোগী, স্টকিষ্ট, লিয়াজোনারী, জন ওয়ার্কার, এক্সপোর্ট হাউস হিসাবে কাজ করা।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির ঘনস্যা স্মারক এবং নিবন্ধ সদস্যের একটি অনুলিপি ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যে কোনও ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), ষ্ট্রি নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাঁদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং এই একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে হবে।
তারিখ: ১৮ এপ্রিল, ২০২৬
আরটেক্স বাণিজ্য এলএলপি-র পক্ষে
স্বা/- কমল সিং ভূতরিয়া
ডেজিগনেটেড পার্টনার
ডিপিআইএন: ০১০১৩৬৮১

ফর্ম নং ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের পার্ট ১–এর অধীনে নিবন্ধনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি
প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) নিয়মাবলি, ২০১৪-এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]
১. এতদ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪-এর উপধারা (২) অনুসারে, এই বিজ্ঞপ্তির ১৫ দিন পর কিন্তু পরবর্তীতে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে, যেক্ষেত্রে অফ কোম্পানিজ – কলকাতা ১, কপার্নিকাস ভবন, ৫ম তল, ব্লক এন, সেক্টর III,কপ'১৬, এএ-এএ III এক্স রাজারহাট, নিউ টাউন, আকবরকেশরী, কলকাতা ৭০০১৩৫-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে আরটেক্স কমার্সিয়াল এলএলপি, একটি এলএলপি-কে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর XXI তম অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে পেয়ার ধারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা যায়।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:
ক. ব্যাংকে বা অন্য কোথাও পাইকারি ও খুচরো ভিত্তিতে সমস্ত ধরনের পণ্য কেনা, কেছে, পুনরায় বিক্রি করা, আমদানি, রপ্তানির, পরিবহণ, মজুত করা, বিতাশ, প্রচার, বিপণন বা সরবরাহ করা, ব্যবসা করা, যে কোনও উপায়ে লেনদেনের ব্যবসায় নিযুক্ত হওয়া।
খ. বিক্রির পণ্য, পরিষেবা এবং সামগ্রীর প্রদর্শক হিসাবে ব্যবসা চালানো এবং কোম্পানি দ্বারা উৎপাদিত/লেনদেন করা/প্রস্তুত পণ্য, পরিষেবা এবং সামগ্রীর বিক্রয় প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর হয়ে করা।
গ. খুচরো এবং পাইকারি ভিত্তিতে সমস্ত ছোড়, স্পেশ্যালিস্টদের, বিক্রয়, আয়িকোশন, পচ্যতি, ফ্যাশন-এর পণ্য, সামগ্রী এবং পরিষেবা, যার মধ্যে উপভোক্তা, স্পেয়ার বা অন্যান্যদিকগুলি অন্তর্ভুক্ত, সেকেন্ডস প্রোডাক্ট, বাতরুটী, এক্সেস, সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট, শিপার, কমিশন এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, প্রতিনিধি, ফ্রাঞ্চাইজার, পরামর্শদাতা, সহযোগী, স্টকিষ্ট, লিয়াজোনারী, জন ওয়ার্কার, এক্সপোর্ট হাউস হিসাবে কাজ করা।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির ঘনস্যা স্মারক এবং নিবন্ধ সদস্যের একটি অনুলিপি ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যে কোনও ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), ষ্ট্রি নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাঁদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং এই একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে হবে।
তারিখ: ১৮ এপ্রিল, ২০২৬
হাইরাইজ কমার্সিয়াল ট্রেড এলএলপি-র পক্ষে
স্বা/- কমল সিং ভূতরিয়া
ডেজিগনেটেড পার্টনার
ডিপিআইএন: ০১০১৩৬৮১

ফর্ম নং ৩
[রেজলিউশন ১৫(১)(a)/১৫(২)] চুক্তিনামা
এসটিএ রিসোর্সেস প্রাইভেটলিমিটেড (কলকাতা) (ডিলারশিপ নং ৩)
রেজিস্ট্রেড অফিস: সেন্টিনেল স্কুয়ার বিল্ডিংস, ৪২-বি, ডায়েস লেনার লেকের রোড, কলকাতা-৭০০০৩৯
রোজ নং: ৩১/০৬৬/২০১৭
এসটি রিসোর্সেস প্রাইভেটলিমিটেড (কলকাতা) প্রথম, ১৯৯৩-এর ফর্ম ৩-এর-১৫(২)-এর ৭৪ নম্বরের নিয়ম অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি
ইস্যুয়ার নং: ৪৪১৬
ইস্যুয়ার আছে
– ব্যয়ার –
কলকাতা লাইভস্টক সার্ভিসেস এবং ডেভেলপমেন্ট
(a) কলকাতার লাইভস্টক সার্ভিসেস এবং ডেভেলপমেন্ট, ১৮, ডায়মন্ড স্কোয়ার বিল্ডিং, ডোরা নং: ১৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৯
(b) যুক্তরাষ্ট্র বাস ক্যাপিটাল এসেট ফুন্ডিংস প্রাইভেটলিমিটেড, নিবন্ধ – ৩৫১৩ ডোরা নং: ৩৩৮১৩৮৮, ডি, ডি ব্লক রাজারহাট, বিটি- ৭০০০৩৫, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
সমন
[৩৩৮১৩৮৮ ডিসেম্বরে রেজিস্ট্রেড রেজিস্ট্রেড] তারিখ ০৩.০৩.২০২৪ তারিখে ০১/০৬/২০২৭ পর্যন্ত বলবৎ।
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে ইউনিয়ন ৪৯,৪৭,৯৪,৯২.০০/- (বাকয়া অর্থের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় বিক্রয় টাকা প্রাপ্তাধীন ৯৯৫) নারকীয় বাস্তুর কাজ প্রয়োজনের (১৯) প্রতিষ্ঠান বাস্তুর কাজ নামীয় একটি কাজের (বিক্রয়ের শর্ত: যে প্রয়োজনটি এই নোটিস জারিকারী ব্যক্তি অন্যান্যদের ১৯ দিন বাস্তুর (a) দেন যে উপরোক্ত ডেবিটরটি হিসাবে বাকি প্রদানকারীর প্রতি নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট প্রাপ্ত করে।
(b) এই টিকিটগুলোর সংখ্যা বাস্তুকারের কাছে প্রদান প্রয়োজনের ১৯ দিন (a) প্রতিটি প্রতিনিধি পরিচালনাকারী এই প্রয়োজনের পরিচালনাকারী ও সম্পত্তিগুলির বিষয় যেখানে প্রকাশ দেখানোর এই টিকিট কিনে দেওয়া যাবে প্রয়োজনের বিষয় প্রকাশের কাজ হবে।
(c) এ